ঔষধ পরিচয়

নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
নিবেদন	৯
ভূমিকা	১০
হোমিওপ্যাথি	১২
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী	১৯
হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তি ও মাত্রা	২৭
অনুপূরক, প্রতিপূরক এবং প্রতিষেধক	৩৩
পথ্যাদি	৩৩
গোবীজের টিকা	৩৪
জীবনীশক্তি—জৈব প্রকৃতি	৩৫
সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস	৩৮
অ্যান্টিসোরিক ঔষধাবলী	৪৪
অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধাবলী	৪৫
অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধাবলী	৪৫
অ্যান্টিকুইনাইন ঔষধাবলী	৪৬
অ্যান্টিভ্যাক্সিন ঔষধাবলী	৪৬
অ্যান্টিমার্কারী ঔষধাবলী	৪৬
ঔষধসূচি	৪৮
রোগসূচি	৬০
হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা	৬৩
পরিশিষ্ট	৬২১
কতিপয় মানসিক লক্ষণের নির্ঘন্ট বা রেপার্টরি	৬৫৪
পথ্যাপথ্য	৬৬৩

ঔষধসূচি

ঔষধ	পৃষ্ঠা নং
অনসমোডিয়াম	২২৮
অরাম মেটালিকাম	১২০, ২০৭, ৬১৩
অর্নিথোগেলাম	৩২৬
আইবেরিস	৬২৩
আইরিস তারসিকোলার	২৭৩
আইওডিন	১৫৬, ১৭৭, ৪৩২
আইডোফর্ম	৬১৯
আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	৯৯, ১৫০, ২৭৩, ৪০১, ৪৪৩, ১১৫
আর্জেন্টাম মেটালিকাম	১৫৪
আর্টিকা ইউরেন্স	৬২৩
আর্নিকা মন্টানা	১১১, ১৩৩, ১৩৮, ১৬৩
আর্সেনিকাম আইওডেটাম	৬২৩
আর্সেনিকাম অ্যাল্বাম	১২৪, ৩৯৯
আস্টিরিয়াস রুব	৩২৫
আস্টিলেগো	৪৫৮, ৫২৮
অ্যাকটিয়া রেসিমোসা	৮৫
অ্যাকোনাইটাম ন্যাপেলাস	৯০, ১৭৭, ২৬০, ২৭১, ৩৯৯, ৪৫৭
অ্যাগারিকাস ফেলোয়ডেস	২৭৪
অ্যাগারিকাস মাসকেরিয়াস	৭৮, ৫১৪
অ্যাগ্নাস ক্যাস্টাস	৬২৪
অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্ট্যালিস	৮০
অ্যানাগেলিস	৬২৫
অ্যান্টিমনিয়াম ক্রুডাম	১১১, ১১৫

ঔষধ	পৃষ্ঠা নং
অ্যান্টিমনিয়াম টার্টারিকাম	১০২, ১১৪, ১৯০, ২৭২, ৫৯৬
অ্যানথ্রাকসিনাম	৩১৭, ৪৯৯
অ্যাপোসাইনাম ক্যানাবিনাম	৭৯, ৩৪৭
অ্যাবিস নাই	৮২
অ্যাব্রোটেনাম	৬৩, ৪৩২
অ্যাভেনা সাটিভা	৬২৫
অ্যামোনিয়াম কার্বনিকাম	৮৬, ১১১, ২৭১, ৪৫৯, ৪৯৯
অ্যামোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম	৪০২
অ্যাম্ব্রা গ্রিসিয়া	৫৭৯, ৬২৫
অ্যারাম ট্রিফাইলাম	৮৩, ১৬৪
অ্যালিয়াম সেপা	৮৮, ৫৭৯
অ্যালুমিনা	১০৬
অ্যালুমেন	৩২৭, ৬২৬
অ্যালেট্রিস ফেরিনোসা	৫২৯
অ্যালাম্বাস গ্লান্থলোসা	১৬৫, ৪৬৪
অ্যালো সোকোট্রিনা	৯৬, ৯৯, ৩৩০, ৩৯৯
অ্যাসাফিটিডা	৩২৭, ৬২৭
অ্যাসেটিক অ্যাসিড	৭০
ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটাম	১৩৫
ইউফরবিয়াম	৬২৪
ইউফ্রেসিয়া	৩৪২
ইউরিয়া	৩৪৮
ইউরেনিয়াম নাইট	৩৪৭
ইগ্নেসিয়া আমারা	৩৩১
ইচিনেসিয়া	১৬৫, ৪৯৯

ঔষধ	পৃষ্ঠা নং
ইণ্ডিগো	৫৭৯
ইথুজা সিনাপিয়াম	২৭৪
ইনান্থি ক্রোটেলাস	১৪৬
ইপিকাকুয়ানহা	১০৬, ২৭২, ৩৩৬, ৪০১, ৫১০
ইরিজিরন	৫২৯
ইস্কুলাস হিপোক্যাস্টানাম	৩২৮
এক্স-রে	৩২৭, ৬২৮
এপিস মেলিফিকা	৭১, ১১৪, ১৯০, ৩৪৭, ৪০০
এমিল নাইট	৬২৮
ওপিয়াম	১০৬, ৪৪০, ২৬০, ২৭৩, ৪৩৩
ওয়াইথিয়া	৫৭৯
ওলিয়াম জেকোরিস অ্যাসেলাই	১১৬
ওলিয়েন্ডার	৯৯, ৬২৯
ওসিমাম ক্যানাম	৫৪৫
ককুলাস ইণ্ডিকাস	২০৯
কক্কাস ক্যাক্টি	৫৭৯
কণ্ডুরাঙ্গো	৩২৫
কনভ্যালেরিয়া	৬২৯, ৩৬৩
কফিয়া	৪৪৬
কলচিকাম অটামনেল	৩৪২, ৬২৪, ২০৪
কলিনসোনিয়া	৩২৯, ৪০২
কলোফাইলাম	৬২৯
কলোসিন্থিস	২১৮, ২৫০, ৪০০, ৪৫৭
কস্টিকাম	১১২, ২৪১
কার্ডুয়াস মেরিনাস	২২৩

ঔষধ	পৃষ্ঠা নং
কার্বো অ্যানিম্যালিস	৬৩০, ৩২৫
কার্বো ভেজিটেবিলিস	১১৪, ২৫১, ২৭০, ৫৭৮
কার্সিনোসিন	৩২৬
কিউরেরী বা কুরেরী	৪৭৭
কুপ্রাম মেটালিকাম	১১১, ২৬১, ২৬০, ২৭১, ৫৭৮
কেলি আইওড	৬৩২
কেলি কার্বনিকাম	৩৪৩, ৩৪৭, ৪০২, ৪৫৮
কেলি বাইক্রমিকাম	১১৫, ৩৪৮, ৪০২, ৪৬৪
কেলি ব্রোমিকাম	১৮৪
কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম	১৭৭, ২১২, ৩২৫, ৫৭৯
কোপাইভা আফিসিন্যালিস	৬৩৩
কোরেলিয়াম রুবেন্স	৫৭৯
কোলস্ট্রাম	১০০
কোলেস্টেরিন	৩২৫
ক্যাকটাস গ্রাণ্ডিফ্লোরা	২০৮
ক্যাডমিয়াম সালফ	৬৩১
ক্যানাবিস স্যাটিভা	৬৩২
ক্যানাবিস ইণ্ডিকা	৬৩২
ক্যান্থারিস	২৭৫, ৪০০, ৫০০
ক্যাপসিকাম অ্যানাম	৪০০, ৬৩৩
ক্যামোমিলা	৮৯, ১০০, ২৪৭, ১৭৭, ৪৫৭
ক্যাম্ফর অফিসিন্যালিস	২৬৬, ২৭০
ক্যালমিয়া	২০৭
ক্যাল্কেরিয়া কার্বনিকা	১১৬, ১৯১, ১৭৭
ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকা	১০১, ১৯৯, ৪৩৩

ঔষধ	পৃষ্ঠা নং
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওরিকাম	৫৪২
ক্যাল্কেরিয়া সালফুরিকা	৩১৫, ৬৩৪
ক্যালেডিয়াম সেগুইনাম	৬৩৫
ক্যালেন্ডুলা অফিসিন্যালিস	৩১৭, ৬৩৫, ৩২৫
ক্রিয়োজোটাম	২১৪, ৫৩০, ২৭৪, ৩২৫, ৪৫৮
ক্রোকাস	৫৩১
ক্রোটন টিগলিয়াম	১০০, ২৭৩, ২৭৯, ৫৭৯
ক্রোটেলাস হরিডাস	৩১৭, ৩৬৪
ক্র্যাটিগাস	৬৩৬
ক্লিমেটিস ইরাকটা	১১১, ২৩৯
গসিপিয়াম	৪৫৯
গুয়েকাম	২৯৯
গেটিসবার্গ	৫৪১
গ্যাম্বোজিয়া	১০০, ৪০২
গ্রিণ্ডেলিয়া	৩৬১
গ্র্যাটিওলা অফিসিন্যালিস	২৭৪
গ্র্যাফাইটিস	১১১, ৩০০, ৩২৭, ৪৫৮
গ্লোনইনাম	৬৩৭
চায়না অফিসিন্যালিস	১১৪, ২৩১, ২৭২, ৩৪৮, ৫৩০
চিনিনাম সালফ	১৩৪
চিমাফিলা	৩২৭
চেনোপোডিয়াম	১১৫
চেলিডোনিয়াম মেজাস	১১৪, ১১৫, ২২০
জিঙ্কাম মেটালিকাম	৬১৫, ২৬১
জিরানিয়াম	১৩২

রোগের নাম	পৃষ্ঠা নং
গাউট বা গেঁটে বাত	২০৭
গ্যাস্ট্রিক আলসার	৮২
ঘর্ম	১৯৭
চক্ষু প্রদাহ	৩৪৩
জরায়ুর শিথিলতা বা স্থানচ্যুতি	৩১৪
জরায়ু হইতে রক্তস্রাব	৫২৮
জিহবা	১১৪
জিহবায় দাদ	৫৬০
জ্বর	২৩৬
টনসিল প্রদাহ	১৭৭
টাইফয়েড	১৬২
ডিপথিরিয়া	৪৬৩
দন্তশূল	৮৯, ৫৮৬
নাড়ী	২৮৭
পক্ষাঘাত	২৪৫
পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন রোগ	৬৬
পলিপাস	৫৪৬
পিত্তপাথরি বা পিত্তশূল	২২৩
পিপাসা	৪৮৯
পুঁয়ে পাওয়া	৪৩২
পেটব্যথা	২৩০
প্রসববেদনা	৪১৫
ফোঁড়া	৩১৪
বমি	৩৪০

রোগের নাম	পৃষ্ঠা নং
বসন্ত	১৯০, ৫৯৫
বাধক	৪৫৭
বৃদ্ধি	১১১
ব্যথা	১৭১
মল	১৫৩
মাথাঘোরা	২১৬
মূত্রকষ্ট	২৭৮
মূত্রপাথরি	৫৪৫
মৃগী	১৮৪, ১৮৫
মেনিঞ্জাইটিস	৩২০, ৬১৯
ম্যালেরিয়া	১৩২
রক্তস্রাব	৪৭১
রিকেট (ম্যারাসমাস)	৪৩২
শোথ	৭৭, ৩৪৭
সাইকোসিস	৩৮
সান্নিপাতিক জ্বর	১৬২
সায়েটিকা	২১৯
সিফিলিস	৩৮
সোরা	৩৮
স্বপ্ন	৫৭২
হাম	১৯০
হিমাঙ্গ অবস্থা	২৫৬
হিস্টিরিয়া	৩৩৬

ঔষধ পরিচয়

(হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা)

অ্যাব্রোটেনাম

হোমিওপ্যাথি রোগের চিকিৎসা করে না, রোগীর চিকিৎসা করে অর্থাৎ রোগীর শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতার লক্ষণগুলি সংগ্রহ করিয়া সেই মত ঔষধ ব্যবস্থা করে। কিন্তু ইহা শুনিতে যত সহজ কার্যত তেমন নহে। কারণ প্রত্যেক লক্ষণের ভাব, ভঙ্গী, ভিত্তি এবং বৈচিত্র্য বিচার করিয়া তাহাদের যথাযথ মূল্য নিরূপণ ব্যতিরেকে সকল পরিশ্রমই পণ্ড হইয়া যায়।

অ্যাব্রোটেনামের প্রথম কথা —পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রোগ বা রোগের রূপান্তর।

কোন একটি রোগ আরোগ্য (?) হইবার পর যদি অন্য একটি রোগ প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী রোগটি নিরাময় হইবার পূর্বে যদি পূর্ববর্তী রোগটি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে অ্যাব্রোটেনাম কখনও ব্যর্থ হয় না (টিউবারকুলিনাম)। আবার যে ক্ষেত্রে কোন একটি রোগ কুচিকিৎসার ফলে চাপা পড়িয়া ভিন্ন মূর্তিতে দেখা দিয়াছে সেখানেও আমরা ইহার কথা মনে করিতে পারি।

অ্যাব্রোটেনামের মূলে ক্ষয়দোষ বর্তমান থাকে এবং তজ্জন্য প্রকৃত চিকিৎসার অভাবে রোগশক্তি ক্রমাগত রূপ পরিবর্তন করিয়া নব নব রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। যেমন ধরুন বাত ভাল হইবার পর উদরাময় বা অর্শ ভাল ইহবার পর আমাশয় কিম্বা কর্ণমূল প্রদাহ ভাল হইবার পর অন্ডকোষপ্রদাহ। অবশ্য রোগীর নিকট হইতে এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই আশা করিতে পারি না। যতক্ষণ সে বাতে ভুগিতেছিল ততক্ষণ সে জানিত তাহার বাত হইয়াছে এবং এক্ষণে যখন তাহার বাত ভাল হইবার অব্যবহিত পরেই অর্শ বা উদরাময় দেখা দিল, তখন সে বুঝিল না যে কুচিকিৎসার ফলেই তাহার রোগটি বাত-রূপ ত্যাগ করিয়া অর্শ বা উদরাময়-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু চিকিৎসক এ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইলে চলিবে না। রোগ, রোগী এবং ঔষধের চরিত্র সম্বন্ধে

সম্যক উপলব্ধিই চিকিৎসকের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। অতএব যেখানে আমরা দেখিব একটি রোগ ভাল হইবার পর আর একটি রোগ দেখা দিয়াছে এবং তাহা আরোগ্য হইতে না হইতেই অন্য একটি রোগ দেখা দিয়াছে বা পূর্ব রোগটি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেইখানে একবার অ্যাব্রোটেনামকে স্মরণ করিব। অ্যাব্রোটেনামে বাত আছে, অর্শ আছে, গ্রন্থিপ্রদাহ আছে, কিন্তু ইহা তাহার প্রকৃত পরিচয় নহে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রোগ কিম্বা রোগের রূপান্তর বা স্থানান্তর গ্রহণই তাহার প্রকৃত পরিচয়। যেমন বাত নিম্নাঙ্গ ছাড়িয়া হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিলে বা কর্ণমূলপ্রদাহ ভাল হইয়া অণ্ডকোষ আক্রান্ত হইলে।

অ্যাব্রোটেনামের দ্বিতীয় কথা—উদরাময়ে উপশম।

কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় অ্যাব্রোটেনামের সকল যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় এবং উদরাময় দেখা দিলেই যন্ত্রণার উপশম হয়। পূর্বে যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রোগের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সহিত এই কথাটিও মনে রাখিবেন। বাতের ব্যথাই হউক বা অর্শই হউক অ্যাব্রোটেনামের যন্ত্রণা কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং উদরাময় দিলেই উপশম হয়। অতএব যেখানে দেখিবেন রোগী বিভিন্ন রোগে কষ্ট পাইতেছে কিন্তু উদরাময় দেখা দিলেই তাহাদের উপশম হয়, সেখানে একবার ইহাকে স্মরণ করিবেন।

পর্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

অ্যাব্রোটেনামের তৃতীয় কথা —ক্ষয়দোষ বা প্রবল ক্ষুধা সত্ত্বেও দেহ শুকাইয়া যাওয়া।

অ্যাব্রোটেনামের চরিত্র সমালোচনা করিলে দেখা যায় ইহা ক্ষয়দোষের একটি বড় ঔষধ। অবশ্য ইহার প্রথম কথা তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমাদের বুঝা উচিত যে, কোন রোগ নিয়মিতভাবে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইতে থাকিলে সেই রোগের ভিত্তি দৃঢ়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রোগ বা রোগের রূপান্তর গ্রহণ আরও মারাত্মক এবং সেই মারাত্মক প্রকৃতির পরিচয় আমরা পাই ইহার তৃতীয় কথায়; তাই আমরা দেখি প্রবল ক্ষুধা সত্ত্বেও রোগী দিন দিন জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে (আইওডিন, নেট্রাম-মি, স্যানিকুলা, টিউবারকুলিনাম); ছোট ছোট ছেলেরা ঠিক অশীতিপর বৃদ্ধের

মত দেখায়, অর্থাৎ কঙ্কালসার হইয়া পড়ে—শীর্ণ দেহ, মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পারে না, দেহের চর্ম লোল ও শিথিল। ছেলেরা রাক্ষসের মত খায় বটে, কিন্তু হজম করিতে পারে না—প্রচুর পরিমাণে মলত্যাগ করে। কিম্বা পর্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। সাইকোসিস এবং সিফিলিস জনিত শুকাইয়া যাওয়ায় মেডোরিনাম এবং সিফিলিনামও শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

শুকাইয়া যাওয়া প্রথম পদদ্বয় হইতেই আরম্ভ হয় (আইওডিন, টিউবারকুলিনাম)। রিকেট বা 'পুঁয়ে-যাওয়া' ক্ষয়দোষেরই নামান্তর। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ইহার অন্যতম কারণ হইলেও পিতামাতার মধ্যে পানদোষ এবং যৌনব্যাধি ইহার মূল কারণ। শুধু রিকেট কেন সন্তান-সন্ততির জীবনব্যাপী যাবতীয় চিররোগের মূল কারণই তাহা। অতএব এরূপ প্রকৃতির পিতামাতা সংসারে নিশ্চয়ই অবাঞ্ছনীয়। যাহা হউক, শিশুদের অজীর্ণদোষ সম্বন্ধে আমি আরও বলিতে চাই যে, পিতামাতা একত্রে শয়ন করিবার অব্যবহিত পরে শিশুকে স্তন্যদান খুবই অন্যায় এবং শিশু যতদিন স্তন্যপায়ী থাকিবে ততদিন জননীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে ; আরও একটি কথা এই যে, শিশুকে কোনক্রমেই কৃত্রিম খাদ্য যেমন গ্ল্যাক্সো, হরলিকস প্রভৃতি খাইতে দেওয়া উচিত নহে। যদিও আজকাল অনেক স্বাস্থ্য পাঠের মধ্যে বিদেশী বইয়ের নকল করিয়া খাদ্য তালিকা দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, শীতপ্রধান দেশে যাহা উপযুক্ত, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা উপযুক্ত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অতঃপর আজকাল জননীরা যে ফিডিং বোতল ব্যবহার করেন ইহাও যে কত বিপজ্জনক, তাহা বলাই বাহুল্য।

অ্যাব্রোটেনামের চতুর্থ কথা—বাচালতা।

পূর্বেই বলিয়াছি অ্যাব্রোটেনামের চরিত্রগত লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, ইহাতে ক্ষয়দোষের যথেষ্ট পরিচয় আছে ; এক্ষণে তাহার বাচালতা দেখিয়া সে সম্বন্ধে আমরা আরও নিঃসন্দেহ হইতে পারি। দারুণ দুর্বলতার সহিত শিশুদের একপ্রকারের ক্ষয়জাতীয় জ্বর। শিশু উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে না।

বাত নিম্নাঙ্গ ছাড়িয়া হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে (লিডাম, মেডোরিন)।

সদ্যোজাত শিশুর নাভি হইতে রক্তপাত ; হাইড্রোসিল বা কুরণ্ড।

আক্ষেপ বা মূলবেদনার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিরা টানিয়া ধরা।

গেঁটে বাত, গ্রন্থি ফুলিয়া আড়ষ্ট হইয়া ওঠে, কোনরূপ নড়াচড়া করিতে পারে না। আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া উঠিবার পূর্বে দারুণ যন্ত্রণা ও প্রবল জ্বর। উদরাময়, আমাশয়, অর্শ ইত্যাদি স্রাব চাপা পড়িয়া।

কটিব্যথা, রাত্রে বৃদ্ধি, নড়াচড়ায় উপশম।

পেটের মধ্যে ব্যথা ও বমি।

হঠাৎ স্বরভঙ্গ।

ক্রুদ্ধভাব ও শীতার্ত।

প্লুরিসী—যেখানে অ্যাকোনাইট ও ব্রাইওনিয়ার পর আক্রান্ত স্থলে চাপিয়া ধরার মত ব্যথারোধ হইতে থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর হইয়া ওঠে। রূপান্তরিত প্লুরিসী।

ফোড়া—হিপারের পর অনেক সময় অ্যাব্রোটেনামও ব্যবহৃত হয়, তবে অ্যাব্রোটেনামের লক্ষণ বর্তমান থাকা চাই।

সদৃশ ঔষধাবলী—(পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রোগ)—

পর্যায়ক্রমে বাত এবং অর্শ, আমাশয় বা উদরাময়—অ্যান্টিম-ক্রুড, সিমিসিফুগা, কেলি বাই, ডালকামারা, মেডোরিনাম।

পর্যায়ক্রমে ন্যাবা ও ঋতুরোধ—সিয়ানোথাস।

পর্যায়ক্রমে কাশি ও অর্শ—ইউফ্রেসিয়া।

পর্যায়ক্রমে ঋতুস্রাব ও মাথাব্যথা—ল্যাকেসিস, জিঙ্কাম, গ্লোনইন।

পর্যায়ক্রমে বহুমূত্র ও ঋতুস্রাব—ইউরেন-নাইট।

পর্যায়ক্রমে শোথ ও উদরাময়—অ্যাপোসাইনাম, মেডোরিনাম, মার্ক-সালফ।

পর্যায়ক্রমে স্মৃতিভ্রংশ ও উদরাময়—অ্যাসিড ফস।

পর্যায়ক্রমে ব্রঙ্কাইটিস ও উদরাময়—সেনেগা।

পর্যায়ক্রমে গেঁটেবাত ও হাঁপানি—সালফার।

পর্যায়ক্রমে চর্মরোগ ও হাঁপানি—হিপার, ক্যালমিয়া, সালফার ল্যাকেসিস, মেজিরিনাম, ক্রোটন টিগ, রাস টক্স।

পর্যায়ক্রমে চর্মরোগ ও আমাশয়—অ্যালো, পডোফাইলাম।

পর্যায়ক্রমে বাত ও আমবাত—আর্টিকা-ইউ।

পর্যায়ক্রমে পেটব্যথা ও প্রলাপ—প্লাম্বাম।

পর্যায়ক্রমে পেটব্যথা ও চক্ষুপ্রদাহ—ইউফ্রেসিয়া।

পর্যায়ক্রমে মাথাব্যথা ও বাত—আর্সেনিক, লাইকোপোডিয়াম।

পর্যায়ক্রমে পেটব্যথা ও বাত—কেলি বাই, প্লাম্বাম।

পর্যায়ক্রমে স্বরভঙ্গ হৃদস্পন্দন—অক্স্যালিক অ্যাসিড।

পর্যায়ক্রমে শীতকালে ক্রুপ ও গ্রীষ্মকালে সায়েটিকা—ট্যাফিসেগ্রিয়া।

পর্যায়ক্রমে বমি ও আক্ষেপ—সিকুটা।

পর্যায়ক্রমে বাত ও বমি—অ্যান্টিন-ক্রুড, কেলি বাই এনজোয়িক-অ্যা, স্যাঙ্গুইনেরিয়া।

পর্যায়ক্রমে বাত ও রক্তকাশি বা রক্তবমি—লিডাম।

পর্যায়ক্রমে চর্মরোগ ও উদরাময়—ক্রোটন টিগ।

পর্যায়ক্রমে চর্মরোগ ও কাশি—ক্রোটন টিগ।

পর্যায়ক্রমে চর্মরোগ ও বাত—ক্রোটন টিগ, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

পর্যায়ক্রমে পেটব্যথা ও মাথাব্যথা—ইস্কুলাস, রানানকুলাস।

পর্যায়ক্রমে পেটব্যথা ও মাথাব্যথা—সিনা, প্লাম্বাম।

পর্যায়ক্রমে কাশি ও মাথাব্যথা—ল্যাকেসিস, সোরিনাম।

পর্যায়ক্রমে মাথাব্যথা ও দাঁতব্যথা—সোরিনাম।

পর্যায়ক্রমে হাঁপানি ও মাথাব্যথা—অ্যাঙ্গাস্টুরা, গ্লোনইন।

পর্যায়ক্রমে চক্ষুপ্রদাহ ও শোথ—আর্সেনিক।

পর্যায়ক্রমে চক্ষুপ্রদাহ ও বাত—গ্রিণ্ডেলিয়া।

পর্যায়ক্রমে চক্ষুপ্রদাহ ও গলক্ষত—প্যারিস কোয়াড।

পর্যায়ক্রমে উন্মাদ ও অতিরজঃ—ক্রোটেলাস, ক্যাসকা।

পর্যায়ক্রমে হাঁপানি ও আমবাত—ক্যালেডিয়াম।

পর্যায়ক্রমে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা ও বধিরতা—সিকুটা।

পর্যায়ক্রমে মাথাব্যথা ও দৃষ্টিশক্তিহীনতা—কেলি বাই।

ভগন্দর ভাল (?) হইয়া যক্ষ্মা—ক্যাল্কে-ফস, বার্বারিস।

অর্শ ভাল (?) হইয়া কাশি—বার্বারিস, ইউফ্রেসিয়া, সালফার।

চর্মরোগ চাপা পড়িয়া উদরাময়—মেডোরিনাম, মেজিরিয়াম, সালফার, গ্র্যাফাইটিস, সোরিনাম, ব্রাইও ডালকামারা, হিপার, লাইকো, আর্টিকা-ইউ।

চর্মরোগ চাপা পড়িয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ—কুপ্রাম, কস্টিকাম, জিঙ্কাম।

হাম বসিয়া গিয়া মস্তিষ্ক-প্রদাহ (মেনিঞ্জাইটিস)—এপিস, ব্রাইওনিয়া জিঙ্কাম।

চর্মরোগ চাপা পড়িয়া হাইড্রোসিল—অ্যাব্রোটেনাম।

হাম বসিয়া গিয়া শোথ—এপিস, জিঙ্কাম, হেলেবোরাস।

পায়ের তলায় ঘাম বন্ধ হইয়া যক্ষ্মা, শ্বেতপ্রদর বা কানে পুঁজ—সাইলিসিয়া।

শ্বেতপ্রদর বন্ধ হইয়া যক্ষ্মা—স্ট্যানাম।

শ্বেতপ্রদর বা কানের পুঁজ বন্ধ হইয়া উন্মাদ—কষ্টিকাম, কুপ্রাম।

চর্মরোগ চাপা পড়িয়া উন্মাদ—কস্টিকাম, সোরিনাম, সালফার, কুপ্রাম।

ঘর্ম বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পক্ষাঘাত—জিঙ্কাম, কলচিকাম, কুপ্রাম।

চর্মরোগ চাপা পড়িয়া হাঁপানি—এপিস, আর্সেনিক, কার্বো ভেজ, ডালকামারা, ইপিকাক, সোরিনাম, পালসেটিলা, সালফার।

অর্শ বা উদরাময় চাপা পড়িয়া বাত—অ্যাব্রোটেনাম, নেট্রাম সালফ।

ঋতুস্রাব চাপা পড়িয়া মুখ বা মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব—আষ্টিলেগো।

ঋতুস্রাব চাপা পড়িয়া উন্মাদ—কুপ্রাম, ইগ্নে, পালস, স্ট্র্যামো।

ঋতুস্রাব চাপা পড়িয়া নর্তনরোগ—কুপ্রাম (আক্ষেপ দেখুন)।

বাত চাপা পড়িয়া হৃৎপিণ্ডে বেদনা—অ্যাব্রোটেনাম, ক্যালমিয়া, অরাম মেট, লিডাম, কলচিকাম, বেনজোয়িক অ্যাসিড।

চর্মরোগ চাপা পড়িয়া ব্রঙ্কাইটিস—মেডোরিনাম, সালফার।

ঋতুস্রাব চাপা পড়িয়া গেঁটেবাত—জিঙ্কাম,স্যাবাইনা, সিমিসিফুগা, অ্যাব্রোটেনাম।

ঋতুস্রাব চাপা পড়িয়া ন্যাবা—সিয়ানোথাস।

ঋতুস্রাব চাপা পড়িয়া নিউমোনিয়া—পালসেটিলা।

চর্মরোগ চাপা পড়িয়া পক্ষাঘাত—জিঙ্কাম, কুপ্রাম, কস্টিকাম, সোরিনাম।

কানের পুঁজ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক-প্রদাহ—স্ট্র্যামোনিয়াম।

ডিপথিরিয়া বা গনোরিয়ার পর বাত বা স্নায়ুশূল—ফাইটোলাক্কা।

স্তনের দুধ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক-প্রদাহ বা মেরুদণ্ড প্রদাহ—অ্যাগারিকাস।

ঋতু চাপা পড়িয়া স্তনে দুধ—চায়না, সাইক্লা, পালস, টিউবারকুলিন, মার্ক-স।

ঘর্ম বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শোথ—ডালকামারা।

উদরাময় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উন্মাদ—কুপ্রাম।

অর্শ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া রক্তবমি বা রক্তকাশি—লিপস্প্রিঞ্জ, লাইকো, ফস, নাক্স, সালফার।

রক্তভেদ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া রক্তবমি—লিপস্প্রিঞ্জ।

চর্মরোগ চাপা পড়িয়া অণ্ডকোষ-প্রদাহ—অ্যাব্রোটেনাম, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব।

অর্শ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি—লাইকোপাস।

ঋতুস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শোথ—কেলি কার্ব, সেনেসিও।

ঋতুস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চক্ষুপ্রদাহ—ইউফ্রেসিয়া, পালসেটিলা।

ঋতুস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হাঁপানি—পালসেটিলা, স্পঞ্জিয়া।

চর্মরোগ চাপা পড়িয়া মৃগী—অ্যাগারিকাস, কুপ্রাম, জিঙ্কাম।

চর্মরোগ চাপা পড়িয়া শোথ—ডালকামারা, অ্যাসিড ফস, সালফার।

ঋতুস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নাক বা মুখ দিয়া রক্তস্রাব—ক্যাল্কে-কার্ব, নাক্স ভম, কার্বো ভেজ, আস্টিলেগো, সালফার, ডিজিটেলিস, ব্রাইওনিয়া, ফসফরাস, সেনেসিও।

ঋতুস্রাব চাপা পড়িয়া কাশি বা রক্তকাশি—ফেরাম, সেনেসিও, মিলিফোলিয়াম, পালসেটিলা, ব্যাসিলিনাম, আষ্টিলেগো। প্রসবান্তিক স্রাব চাপা পড়িয়া পা ফুলিয়া ওঠা—ব্রাই, পালস, সালফ।

কর্ণমূলপ্রদাহ ভাল (?) হইয়া অণ্ডকোষপ্রদাহ—অ্যাব্রোটেনাম, কার্বো ভেজ, পালসেটিলা।

ঋতুস্রাব চাপা পড়িয়া স্তনপ্রদাহ—জিঙ্কাম।